৩০/১০/২০০৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...২......

ছাত্র-ছাত্রীরাই জানে না তাহাদের জন্য ক্লিনিক আছে

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ।। স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিকের কার্যক্রম থাকিলেও ছাত্র-ছাত্রীরা জানে না তাহাদের জন্য ক্লিনিক আছে। ক্লিনিকগুলিতে ২ জন এমবিবিএস চিকিৎসক, ১ জন প্যাথলজিষ্ট ও বছরে ৭০ হাজার টাকার ঔষধ বরাদ্দ থাকিলেও কার্যক্রম অচল। উত্তরাঞ্চলের বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর ও নীলফামারী (সৈয়দপুর) জেলায় ৬টি ক্লিনিকের কার্যক্রম রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন এইসব ক্লিনিকের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগের চিকিৎসার জন্য এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ১৯৬০ সালে প্রাথমিকভাবে উত্তরাঞ্চলের ছয়টি জেলায় ৬টি স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু করা হয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী ক্লিনিক চলিতেছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লিনিকে যায় না। ব্যাপক প্রচার ও উদ্যোগের অভাবে এই কার্যক্রম চলিতেছে শুধু কাগজে কলমে। জেলা সদরের ২/১টি স্কুল এ বিষয়ে অবহিত থাকিলেও গ্রামের স্কুল এই ব্যাপারে কিছুই জানে না।

এমন কি স্কুলের শিক্ষকগণও স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিকের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সিভিল সার্জন দপ্তর সূত্রে বলা হয়, ক্লিনিকগুলি সচল রহিয়াছে। তবে এসম্পর্কে প্রচার প্রচারণা না থাকায় বছরে বরাদ্দকৃত ঔষধ ক্লিনিকে পড়িয়া থাকে।